প্রথম আলো

তারিখ ... 5 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

# সংকটের সমাধান আন্দোলন স্থগিত

**জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান সংকটের সমাধান হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসন ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনও প্রত্যাহার করা হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে সংকটের সমাধান হয়।

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দুই মাস ধরে বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছিলেন। আন্দোলনের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনের মতো সকাল থেকে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করেন। তবে ওই দিন বিকেলে প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে, উপাচার্যের এমন আশ্বাসে তাঁরা সাময়িকভাবে অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রশাসনিক ভবনের কাউন্সিল কক্ষে প্রশাসনের আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় শিক্ষক সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। রাত ১০টা পর্যন্ত আলোচনা চলে। আধঘণ্টা বিরতি দিয়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফের আলোচনা শুরু হয়। রাত ১টা পর্যন্ত আলোচনা চলে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি ইমরান নাদিম বলেন, 'সংকটের সমাধান হয়েছে। তাই আমরা আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি।' শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আহমেদ বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। সবার সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের কারণে আলোচনা সহজ হয়েছে এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান এসেছে।

গত ২৬ মে ভোরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলসংলগ্ন সিঅ্যান্ডবি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নাজমুল হাসান ও মেহেদি হাসান নামের দুই শিক্ষার্থী নিহত হন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবি, নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, গতিরোধক, পদচারী-সেতু নির্মাণসহ আরও কয়েকটি দাবিতে পরদিন ২৭ মে প্রধান ফটকসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এর ফলে মহাসড়কে পাঁচ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

ওই দিন রাতে উপাচার্যের বাসভবনে ভাঙচুর এবং শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগে ৫৪ জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।